# এইচ এস সি বাংলা

## লোক-লোকান্তর আল মাহমুদ

**প্রশ্ন ▶১** এখন আমারে লহো করুণা করে।
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই— ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।
শাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

*[সিলেট ক্যাডেট কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. বনচারী বাতাসের তালে কী দোলে? ১
খ. 'কবিতার আসন্ন বিজয়' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটির কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'লোক-লোকান্তর' কবিতার আংশিক রূপায়ণ— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

**১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বনচারী বাতাসের তালে বন্য পানলতা দোলে।

**খ** নানা টানাপোড়েন ও জীবন-সংগ্রামের ডামাডোলের মধ্যেও কবির কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখা কবিতাই একমাত্র সত্য হিসেবে ধরা দেয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন কবি। এসময় পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, আইন-কানুন, বা সমাজ-সংস্কারে তিনি আবদ্ধ থাকেন না। তখন কবির কাছে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে তাঁর চেতনার জগৎ। সেখানে শব্দের রূপ-রেখা নিয়েই তাঁর খেলা। এ খেলায় নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কবি রচনা করেনএকটি সফল কবিতা। সেসময় জাগতিক সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে বেদনায় কবি আচ্ছন্ন হন তা প্রশমিত হয় এর মধ্য দিয়ে। 'কবিতার আসন্ন বিজয়' বলতে নতুন সৃষ্টির অবশ্যম্ভাব্যতার এ দিকটিকেই বোঝানো হয়েছে।

**গ** 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা সত্ত্বেও পৃথিবীর বুকে নিজের সৃষ্টিকর্ম রেখে যাওয়ার যে প্রেরণা সে দিকটির প্রতি উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্টিকর্মের সফলতা অর্জন। তিনি প্রকৃতি থেকে প্রেরণা নিয়ে আত্মচেতনার অবয়ব নির্মাণ করেন। কিন্তু সৃষ্টির এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপোড়ন ও জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে কবিতার সার্বভৌমত্বে উত্তীর্ণ হতে হয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবির সৃষ্টিশীল কর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। মহাকালে কবির সৃষ্টিশীল কর্ম ঠাঁই পেলেও কবির সেখানে জায়গা হয় না। নিজের সৃষ্টিকর্মের মাঝেই তিনি বেঁচে থাকবেন। কিন্তু তার অস্তিত্বটি লোকান্তরে চলে যাবে। 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় নিজের সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে চিরস্মরণীয় করে রাখার চেতনা প্রস্ফুটিত হয়েছে। উদ্দীপকে কবিতার এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**ঘ** 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি তাঁর আত্মচেতনার স্বরূপ এবং সৃষ্টির বিজয় বর্ণনা করেছেন যা উদ্দীপকে বর্ণিত হয়নি।

আলোচ্য কবিতায় কবির কাব্যভাবনার প্রাধান্যের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলার প্রকৃতির চিরায়ত সৌন্দর্য অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে এ কবিতায়। প্রকৃতির রহস্যময়তা, প্রকৃতির সাথে মানবসনের নিবিড় সম্পর্ক, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যও এ কবিতায় বিদ্যমান।

উদ্দীপকে একজন কবির নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। যিনি তার সৃষ্টিকর্ম মহাকালের কাছে রক্ষিত রেখেছেন। কিন্তু নিজে সেখানে ঠাঁই পান না। তার যে একাকীত্বের বেদনা তা এখানে ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে সৃষ্টিশীলতা ও সৃষ্টিকর্মের মাহাত্ম্যও বর্ণিত হয়েছে।

কবি বাহ্যিক সকল সম্পর্ককে হেলায় তুচ্ছ করে সৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জীবিত হন। এক্ষেত্রে বাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে কাব্য সৃষ্টিতে প্রেরণা জোগায়। কাব্যভাবনায় নিমগ্ন থাকায় কবি পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সব বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেন। সৃষ্টিশীলতা এবং তার কারণে তৈরি সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধ কবিকে কাতর করে। এ বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে। এছাড়া কবিতার অন্যান্য বিষয়গুলো উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়নি। তাই উদ্দীপকটিকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার আংশিক রূপায়ণ— মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶২** আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূর্বে-পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম
সুন্দর-সুন্দর হল সে।

*[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার পাখি কীসের ডালে বসে আছে? ১
খ. কীভাবে কবিতার বিজয় আসন্ন হয়ে ওঠে? ২
গ. উদ্দীপক ও 'লোক-লোকান্তর' কবিতার চেতনার সাদৃশ্য চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. 'সুন্দরের চিত্রকল্পই কবিতা' উদ্দীপক ও 'লোক-লোকান্তর' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

**২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় বর্ণিত পাখি চন্দনের ডালে বসে আছে।

**খ** বিচিত্র টানাপোড়েন ও জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েই কবিতার বিজয় আসন্ন হয়ে ওঠে।

কবির কাছে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে তাঁর চেতনার জগৎ। তিনি শব্দ দিয়ে গড়ে তোলেন তার চেতনার জগৎ, শব্দসৌধ। তাঁর সেই সৃষ্টির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপোড়েন এবং জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতার সার্বভৌমত্বে। আর এভাবেই কবিতার বিজয় আসন্ন হয়ে ওঠে।

**গ** উদ্দীপকের চেতনার রঙের পরিবর্তন কাব্যভাষার রূপ নিয়ে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

কবি তাঁর চেতনা সম্পর্কে সদা সচেতন; তাই চেতনার রং তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। 'সাদা রঙের পাখি' কবির কাব্যচেতনাকে ধারণ করে; যাকে তিনি বনের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ কবির চেতনারূপ সাদা রঙের পাখি নানা রঙের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে পরবর্তীতে হাজির হয়েছে। আর সেটিই উপস্থাপিত হয়েছে কবির সপ্রাণ কাব্যভাষায়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের কাব্যাংশে কবির চেতনা-স্পর্শে পান্না সবুজ রঙের গৌরব পেয়েছে আর চুনি হয়ে উঠেছে রাঙা। কবি চোখ মেলে আকাশসীমায় আলোকে উপলব্ধি করেছেন। অর্থাৎ তাঁর চেতনার সেই রং তিনি প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন; যেমনটি আমরা দেখেছি কবি আল মাহমুদের ক্ষেত্রে। দুজনেই তাঁদের লেখনী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন; যার শক্তিমত্তায় তাঁদের চেতনালোক উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই রং পরিবর্তন করেও চুনি-পান্নার যেমন বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়নি; তেমনি সাদা পাখিও প্রকৃতির রঙে জারিত হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের চেতনার রঙের পরিবর্তন কাব্যভাষার রূপ নিয়ে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে ও 'লোক-লোকান্তর' কবিতা কাব্যচেতনার সাথে সুন্দরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে উপস্থাপন করে, যার সাপেক্ষে সুন্দরের প্রতিমূর্তিই কবিতা।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে, কবির পাখিরূপ কাব্যচেতনার বসবাস। কবি চিত্রকল্পের মালা গেঁথে তাঁর কাব্য চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চান। সুন্দরের সাথে তাঁর অস্তিত্ব তখন একাকার হয়ে যায়।

উদ্দীপকে কবি গোলাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুন্দর। আর তাতেই গোলাপ সুন্দর হলো। কারণ কবিসত্তা সুন্দরের রহস্যময়তাকে আবিষ্কার না করলে তা যথার্থ পরিচয় ও প্রাণের স্পন্দন পায় না।

আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকের বিশ্লেষণে দেখতে পাই, কবির চেতনার মধ্যে সৌন্দর্যের ঘনঘটা। আর উদ্দীপকে এই সুন্দরের প্রাণমূর্তিই কবির কাব্যচেতনাকে দিয়েছে প্রাণ। তিনি তাঁর চেতনার রঙে সৃষ্টি করেছেন আলোকময় ভুবন। আর সুন্দরের প্রতিমূর্তি দিয়েই সৃষ্টি হয় কবিতা। কবিতার কবির সাথে সুন্দরের যে সম্পর্ক, তা যথার্থভাবে বিকশিত না হলে তা কবিতা হয়ে ওঠে না। তাই বলা যায়, 'সুন্দরের চিত্রকল্পই কবিতা'— উক্তিটি উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶৩** প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী-
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।

*[উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৬]*

ক. কবির চেতনায় পাখির রঙ কী? ১

খ. কবি কেন আহত কবির গান শুনতে পান? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কবির অন্তরলোকের সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির অন্তলোকের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'উন্মীলিত আলোকের অন্বেষণ' 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মূলভাব আরও সমৃদ্ধ করেছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** কবির চেতনায় পাখির রঙ-শাদা।

**খ** কবি তার বিচ্ছিন্নতা বোধের যন্ত্রণায় আহত কবির গান শুনতে পান।

কবির চেতনা যেন সত্যিকারের সপ্রাণ এক অস্তিত্ব। পাখিতুল্য সেই কবি সত্তা সুন্দরের ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধে বিরাজমান। কবিতার আসন্ন বিজয় অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বেও কবি সুগভীর বিচ্ছিন্নতা বোধের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন। আর তখনই কবি আহত কবির গান শুনতে পান।

**গ** কাব্য চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত কবির অন্তরালোকের সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির অন্তরলোকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিরাজমান।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির অস্তিত্বজুড়ে চিরায়ত গ্রামবাংলার নৈসর্গিক উপলব্ধির প্রকাশ পাওয়া যায়। কবি তার কাব্যবোধ ও কাব্য চেতনাকে সাদা এক সত্যিকারের পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন। কবির কাব্যসভার মধুরতার সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক নিহিত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি তার নিজস্ব অন্তরলোকে ঘুরে বেড়ান। প্রতিদিন প্রভাতসুরের আলোয় নিজেকে খুঁজে বেড়ান। সকালের মনোরম প্রকৃতি কবিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবিও উদ্দীপকের কবির মতো প্রকৃতির কোলে নিজের আশ্রয় খুঁজে পান। গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির চিরায়ত রূপ তার কাব্যসত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু এক্ষেত্রে কবি তার আত্ম-অবয়বকে চেনেন ও জানেন। তাই তিনি আত্মসৌন্দর্যে আন্দোলিত হয়ে সৃষ্টির বিজয় নিশ্চিত করেন যা উদ্দীপকের কবির বেলায় অনুপস্থিত।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'উন্মীলিত আলোকের অন্বেষণ' 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মূলভাবকে আরও সমৃদ্ধ করেছে মন্তব্যটি— যথার্থ বলেই মনে হয়।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি তার জীবনবোধ গ্রামীণ অনুষঙ্গে নির্মাণ করেছেন। তার চিন্তা চেতনায় যে মনোজগত বাস করে তা সমাজ সংস্কার ও লোকালয়ের বহু ঊর্ধ্বে। গ্রামের নিসর্গ পাখি, নদী, তার চেতনায় কবিতার রহস্যময় জগতের দ্বার উন্মোচন করেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে নিজেকে চেনার এক কাব্য প্রয়াস স্থান পেয়েছে। এখানে প্রভাতের সূর্য যেমন তার সকল আলোয় পৃথিবীর দ্বার উন্মোচন করে তেমনি কবিও তার অন্তরলোকে চেতনার দ্বার উন্মোচন করতে চান। উন্মীলিত আলোক বা সূর্যালোক এখানে চেতনারূপে ধরা দিয়েছে। তবে কবিতায় উদ্দীপকের মতো 'উন্মীলিত আলোক'– এর কথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ বিষয়টি উপস্থিত থাকলে কবিতার ভাবজগত আরো পূর্ণতা পেত।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রকৃতির উপাদান 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় বিধৃত হয়নি। 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি শব্দ দিয়ে গড়ে তোলেন চেতনার জগত, শব্দসৌধ। কবি তার সৃষ্টির সময় পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন থাকেন না। তিনি পৌঁছে যান কবিতার সার্বভৌমত্বে এবং জয় হয় কবিতার। অন্যদিকে উদ্দীপকে অন্তরলোকের প্রভাবক হিসেবে উন্মীলিত আলোক উপস্থাপিত হয়েছে যা আলোচ্য কবিতায়ও অনুবিষ্ট থাকলে কবিতার শরীর আরো উজ্জ্বলতর হতো। তাই এ কথা বলাই সমীচীন যে উদ্দীপকের প্রকৃতির উপাদান 'লোক-লোকান্তর' কবিতার দেহে প্রবিষ্ট হলে কবিতার মূলভাব আরো সমৃদ্ধ হতো।

**প্রশ্ন ▶৪** আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে। *[বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. সত্যিকারের সপ্রাণ এক অস্তিত্ব কী? ১

খ. 'সাদা সত্যিকারের পাখি'— কবির কোন উপলব্ধিকে চঞ্চল করে? ২

গ. উদ্দীপকের চেতনার রঙের পরিবর্তন 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির মধ্যে কীভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের চেতনার রঙের উক্ত পরিবর্তনই 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবিকে সুগন্ধ পরাগে জারিত করেছে"— মন্তব্যটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

Teachingbd24.com

### ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** সত্যিকারের সপ্রাণ এক অস্তিত্ব হলো কবির কাব্যচেতনা।

**খ** 'সাদা সত্যিকার পাখি' কবির কাব্যচেতনার উপলব্ধিকে চঞ্চল করে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি তাঁর কাব্যচেতনাকে একটি সাদা পাখির অবয়বে উপস্থাপন করেছেন। কবির এ চেতনা স্বচ্ছ ও নান্দনিকবোধে উদ্ভাসিত। সবুজ অরণ্যের মাঝে কবি তাঁর চেতনার সাদা পাখিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক্ষেত্রে সাদা রঙের উপস্থিতি কবির মধ্যে শুদ্ধ এক কবিসত্তার জন্ম দেয়। আর তা কবির উপলব্ধিকে চঞ্চল করে।

**গ** উদ্দীপকের চেতনার রঙের পরিবর্তন কাব্যভাষার রূপ নিয়ে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

কবি তাঁর চেতনা সম্পর্কে সদা সচেতন; তাই চেতনার রঙকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। 'সাদা রঙের পাখি' কবির কাব্যচেতনাকে ধারণ করে, যাকে তিনি বনের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ কবির চেতনারূপ সাদা রঙের পাখি নানা রঙের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে পরবর্তীতে হাজির হয়েছে। আর সেটিই উপস্থাপিত হয়েছে কবির সপ্রাণ কাব্যভাষায়।

উদ্দীপকের কাব্যাংশে কবির চেতনা-স্পর্শে পান্না সবুজ রঙের গৌরব পেয়েছে আর চুনি হয়ে উঠেছে রাঙা। কবি চোখ মেলে আকাশসীমায় আলোকের উপলব্ধি করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর চেতনার রঙকে তিনি প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন, যেমনটি আমরা দেখেছি কবি আল মাহমুদের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে রঙ পরিবর্তন করেও যেমন চুনি-পান্নার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়নি, তেমনি কবির চেতনার সাদা পাখি প্রকৃতির রঙ দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তার স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। তবে উভয় কবিই প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তাঁদের লেখনী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন, যার শক্তিমত্তায় তাঁদের চেতনালোক উদ্ভাসিত হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের চেতনার রঙের পরিবর্তন কাব্যরূপ নিয়ে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

**ঘ** কবি আত্ম-সৌন্দর্যে জারিত হয়ে কবিতার ভুবন নির্মাণ করেন; এক্ষেত্রে উদ্দীপকের কবিতাংশে বিধৃত চেতনার পরিবর্তনও একইভাবে 'লোক-লোকান্তর'-এর কবিকে সুগন্ধ পরাগে জারিত করেছে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি আল মাহমুদ তাঁর আত্মচেতনাকে একটি সাদা পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা প্রকৃতির মাঝেও তাঁর কাব্যসত্তাকে মেলে ধরেছে। সবুজ অরণ্যের নানা রঙে পাখিটি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সাজিয়ে তুলেছে। তার উদ্ভাসনে দুলে উঠেছে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মেখেছে তার ঠোঁট। এটি মূলত কবির কাব্যচেতনার পরিবর্তন, যা তাঁর ভাবনাকে এক রং থেকে আরেক রঙে পৌঁছে দিয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ করি। সেখানে কবির চেতনার আশ্রয়ে চুনি ও পান্না নিজের রঙে স্থিত থাকেনি বরং তা পরিবর্তিত হয়ে আকাশের প্রান্তে তথা প্রকৃতির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাই সে রংকে কবি আকাশের আলোতে প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন গোলাপের মধ্যেও। আলোচ্য কবিতায় কবি আল মাহমুদের কাব্যভাবনাও ঠিক এভাবেই আমাদের স্পর্শ করে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতা এবং উদ্দীপকের কবিতাংশের কবিদ্বয়ের কাব্যচেতনা তাঁদের মনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। এ কারণে চেতনার রং অনুযায়ী তাঁদের মানসলোক পরিবর্তিত হয়েছে। এক্ষেত্রে চুনি ও পান্না যেমন বহিরাঙ্গের বর্ণ পরিবর্তন করেছে, তেমনি সাদা পাখির শরীরও প্রকৃতির রঙে রঙিন হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লিখিত চেতনার রঙের এ পরিবর্তনই 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁকে সুগন্ধ পরাগে বিমোহিত করেছে। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

**প্রশ্ন ▶ ৫** 'ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়-
মানবের সুখে দুঃকে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়'

*[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৫]*

ক. বন্য পানলতা দোলে কিসের তালে? ১
খ. তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়, কেন? ২
গ. উদ্দীপক ও 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার বিষয় আলোচনা করো। ৪

### ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** বন্য পানলতা দোলে বাতাসের তালে।

**খ** কবির চেতনার জগৎ যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন সবকিছু তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

কবি সত্তা সব সময় সৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জ্বল ও সচেষ্ট থাকে। নব সৃষ্টির ধ্যানে কবি সকল বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, লোকালয় কোন কিছুর অধীন তিনি তখন থাকেন না। তার চেতনার জগত, চতনার রঙ রূপ-রেখা, শব্দব্রহ্ম তখন তার কাছে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। তাই তখন কবির কাছে সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়।

**গ** উদ্দীপক ও 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মধ্যে লোক থেকে লোকান্তরের মধ্যে মানবের বেঁচে থাকার বাসনার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন। নানাবিধ টানাপড়েন ও জীবন সংগ্রামের ডামাডোলে কবির কাছে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্ম তথা কবিতাই সবচেয়ে বড় সত্য বলে ধরা দেয়। যার তুলনা করা অসম্ভব।

উদ্দীপকে জগতে প্রাণের খেলা চলার কথা বলা হয়েছে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলনের মাঝেই মানবের জীবন বহমান থাকে এর মাঝেই নিজের অবস্থান তৈরি করে অমর হতে হয়। 'লোক-লোকান্তর' কবিতাতেও কবির কবিতা চর্চার কোনো মৃত্যু নেই। সৃষ্টির আনন্দে কবি লোক থেকে লোকান্তরে ছুটে চলেন। কবি জানেন কবিতার বিজয় নিশ্চিত। এর মাঝেই কবি অমরত্ব লাভ করতে চান। মানবের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলেই কবি তাঁর কাব্য রচনা ও মানুষের হৃদয় জয় করার প্রয়াসী।

**ঘ** 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি কাব্যসত্তার সার্বভৌমত্বের দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কাব্যবোধে উত্তীর্ণ হয়ে কবি জাগতিক চেতনার উর্ধ্বে অবস্থান করেন। এ সময় কবির চেতনায় শুধু কাব্যের কথকতাই স্থান পায়। আর তার প্রভাবে জাগতিক সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায় কবির কাছে। চারপাশের অবয়বকে ভেঙে কবির চেতনায় কাব্য সত্তাই প্রধান হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে কবি আমাদের চারপাশের নানা অনুষঙ্গের সহায়তায় কাব্য রচনা করে বেঁচে থাকতে চান। তিনি মনে করেন, এই পৃথিবীতে প্রাণের খেলা চলে। কেউ আসে, কেউ চলে যায়। এমন খেলার মধ্যে মানবের বিরহ-মিলন, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে গেঁথে যদি সংগীত রচনা করা যায় তবেই অমর হওয়া সম্ভব। কবি ধরাতে তেমন অমর-আলয় গড়তে ইচ্ছুক। 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চেতনা যেন সত্যিকারের সপ্রাণ এক অস্তিত্ব। পাখিতুল্য সেই কবিসত্তা সুন্দরের ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধে বিরাজমান। প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে তার বসবাস। কবি চিত্রকল্পের মালা গেঁথে তাঁর কাব্য চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চান। এ কবিতায় এক সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা কবিকে কাতর করে, আহত করে। তবু কবি

https://teachingbd24.com

সৃষ্টির আনন্দকে উপভোগ করতে আগ্রহী। তিনি মনে করেন তাঁর সৃষ্টির বিজয় অবশ্যম্ভাবী। এই প্রত্যয় তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে প্রশমিত করে। উদ্দীপকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কাব্যিক উপকরণগত দিকটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই কাব্য ভাবনার দিকটি এক। কিন্তু 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির কাব্য চেতনার প্রকাশ অনেক ব্যাপক। কবির বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা এখানে অনুপস্থিত। আলোচ্য কবিতায় কবি তাঁর সৃষ্টির যে অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের কথা বলেছেন তা উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ৬** সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না নারীর মতন।
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন বনেতে জানি নে, ফুল; গন্ধে এমন করে, আকুল,
কোন গগণে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।

*[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় বর্ণিত পাখির পা দেখতে কেমন? ১

খ. কবি কোন বোধে নিজেকে আহত ভেবেছেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি 'লোক-লোকান্তর' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রকাশিত জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোবাসা এবং 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় প্রকাশিত জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোবাসা একসূত্রে গাঁথা।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় বর্ণিত পাখির পা দেখতে সবুজ।

**খ** কবি সুগভীর এক বিচ্ছিন্নতাবোধে নিজেকে আহত ভেবেছেন, যা মূলত তাঁর সৃষ্টিবেদনারই বোধ।

কবি প্রকৃতির মাঝে প্রাণ নিয়ে বসবাস করেন; একইসাথে প্রকৃতি তাঁর কবিতারও প্রাণ। কবির চেতনালোক প্রকৃতির মধ্যে সতত বিচরণ করে; প্রকৃতির চিত্রকল্পে নির্মিত হয় তাঁর কবিতার অবয়ব। তবুও বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনা কবিকে আহত করে। কিন্তু পরমুহূর্তেই কবি উপলব্ধি করেন, এ বেদনা তাঁর সৃষ্টিরই বেদনা, যা পরবর্তীকালে তাঁকে অপরিমেয় আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

**গ** উদ্দীপকটি 'লোক-লোকান্তর' কবিতার সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ সাদৃশ্যপূর্ণ।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় প্রাণের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে কবির বসবাস। কবি অবিচ্ছেদ্যভাবে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন প্রকৃতির এই সৌন্দর্যকে। তিনি ভয় পান এই অনবদ্য সৌন্দর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে। কেননা তাঁর চেতনায় মিশে রয়েছে গ্রামবাংলার এই অপার সৌন্দর্য। উদ্দীপকে দেখা যায়, কবিহৃদয় কীভাবে অনুভব করছে এই দেশকে। এই দেশ যেন কবিহৃদয়ের সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে রয়েছে। কবি তাই এই বাংলায় জন্মে নিজেকে সার্থক মনে করেন। কারণ এ দেশের বন-বনানীর ছায়া তার হৃদয়কে শীতল করে। বনের ফুলের গন্ধে কবির মন আকুল হয়ে ওঠে। এদেশের আকাশের চাঁদ উদয়েও কবি আনন্দবোধ করেন। সৌন্দর্য পিয়াসী বলেই কবির এমন অনুভূতি। তাই বারবার কবি নিজেকে এই বাংলায় খুঁজে পান। মূলত উদ্দীপকে চিরায়ত বাংলার সাথে কবিহৃদয় যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা পড়ে আছে তাই 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির মধ্যে মূর্ত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রকাশিত জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোবাসা এবং 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় প্রকাশিত জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোবাসা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধের আকর্ষণে একসূত্রে গাঁথা।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কবি প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ। প্রকৃতির এই রূপ-মাধুর্যকেই কবি চিত্রকল্পের মালা গেঁথে তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। তাই কবিতার পরতে পরতে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তিনি কী গভীরভাবেই না অনুভব করেছেন। আর তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন ভেবেই কবি যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন।

উদ্দীপকের মূলভাবে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় বর্ণিত বাংলার প্রকৃতির প্রতি কবির রূপমুগ্ধতার দিকটি ব্যক্ত হয়েছে। উদ্দীপকের কবি বাংলার মাঝে নিজেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে খুঁজে পান। তিনি বাংলাকে ভালোবেসে নিজেকে ধন্য মনে করেন। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। এ দেশের আলো, ছায়া, ফুলের গন্ধ কবিকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে তিনি মনে করেন তাঁর জন্ম সার্থক হয়েছে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি প্রকৃতির বাতাবরণে নিজেকে, নিজের চেতনাকে খুঁজে পান। প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতি ও সৃষ্টির মাঝেই তাঁর বসবাস। তিনি এ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না। বরং এই অকৃত্রিম বন্ধনের মাঝে নিজের বিচ্ছিন্নতাবোধকে তিনি প্রশমিত করতে চান। এতে কবির স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ অনুভূত হয়। উদ্দীপকের কবিও প্রাণভরে বাংলার অনাবিল সৌন্দর্য অবলোকন করেন। বাংলার রূপে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন। এর মাঝেই খুঁজে পান নিজের প্রশান্তি। কবির এই হৃদয়ের প্রশান্তি জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ; যা 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবিও পেতে চান। প্রকৃতির স্পর্শে প্রশমিত করতে চান তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ।

**প্রশ্ন ▶ ৭** "শস্যের শিল্পীরা এসে আলের ওপরে কড়া তামাক সাজাল। একগাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে/ কে যেন ডাকল তাকে; সস্নেহে বলল, বসে যাও, /লজ্জার কী আছে বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে,/ আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপের/মারফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়ে যেত..."

*[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৫]*

ক. কবির শাদা সত্যিকারের পাখি কোথায় বসে আছে? ১

খ. 'চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে'— কেন কবির এই উপলব্ধি হয়? ২

গ. উদ্দীপকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত যে গ্রামীণ জীবনের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে তা-ই 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির কাব্য উপাদান— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** কবির শাদা সত্যিকারের পাখি বসে আছে চন্দনের ডালে।

**খ** "চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে"— এ পঙ্‌ক্তি দ্বারা কবি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

কবির অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে চিরায়ত গ্রাম-বাংলা। বাংলার অফুরন্ত রং যেন তার চেতনারূপ পাখির চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং, তার সবুজ পা, তীব্র লাল নখ। এ যেন মাটি আর আকাশে মেলে ধরা কবির সমগ্র চৈতন্য জুড়েই প্রাকৃতিক রঙের বৈচিত্র্য এবং নিসর্গ উপলব্ধিরই এক অনিন্দ্য প্রকাশ। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যের গভীরতা বোঝাতে কবি আলোচ্য চরণটি করেছেন।

Teachingbd24.com

**গ** উদ্দীপকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় বর্ণিত গ্রাম-বাংলার শ্বাশত রূপ ফুটে উঠেছে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি তার কাব্য ভাবনার পাশাপাশি বাংলার প্রকৃতির চিরায়ত সৌন্দর্য অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির রহস্যময়তা, তার সাথে মানবমনের নিবিড় সম্পর্ক, কাব্য চেতনার কাছে বাহ্যজগতের গুরুত্বহীনতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও এ কবিতায় বিদ্যমান।

উদ্দীপকে গ্রাম-বাংলার চিরায়ত রূপ এবং মানুষে মানুষে পারস্পরিক যে বন্ধন সে বিষয়টি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, চাষিরা তাদের স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যে খেতের আলের ওপর এসে তামাক সাজায়। বিছালি বিছাতে বিছাতে কেউ একজন ডাকল পরম স্নেহে। এখানে গ্রামের কৃষকদের মধ্যেকার পারস্পারিক বন্ধন তুলে ধরা হয়েছে। 'লোক-লোকান্তর' কবিতায়ও কবি গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি তার অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন চিরায়ত গ্রাম-বাংলার বৈশিষ্ট্যকে। এ বিষয়টিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত যে গ্রামীণ জীবনের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে তাই 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কাব্য উপাদান— উক্তিটি যথার্থ।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি গ্রাম-বাংলার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করেছেন বাংলার চিরায়ত রূপ। যতদূর চোখ যায় কবির চোখে পড়ে বাংলার প্রকৃতির অফুরন্ত রং।

উদ্দীপকে বাংলার গ্রামীণ জীবনের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। বাংলার ফসলের মাঠে চাষিদের এক সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক বন্ধন তৈরি হয় সে বিষয়টি উদ্দীপকে চিত্রায়িত হয়েছে। বাংলার ফসলের মাঠে চাষিদের কাজ করতে করতে আপন মনে গান গাওয়া গ্রাম-বাংলার এক চিরায়ত দৃশ্য। আলোচ্য কবিতায়ও বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতির শ্বাশত রূপ ফুটে উঠেছে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় দেখা যায়, কবিতা তার কাব্যসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রাম-বাংলার চিরায়ত রূপ তুলে ধরেছেন। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির সামারোহে কবি তার কাব্য সত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। উদ্দীপকেও আমাদের আবহমান গ্রাম-বাংলার শাশ্বত রূপ ফুটে উঠেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ৮** কবির জীবন খেয়ে জীবন ধারণ করে
কবিতা এমন এক পিতৃঘাতী শব্দের শরীর
কবি তবু সযত্নে কবিতাকে লালন করেন,
যেমন যত্নে রাখে তীর
জেনে শুনে সব ভালো ভয়াল নদীর
সর্বভুক এ কবিতা কবির প্রভাত খায়
দুপুর সন্ধ্যা খায়, অবশেষে-
অমরতা উভয়ের অনুগত হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউএসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার অরণ্য কেমন? ১

খ. লোক থেকে লোকান্তরে কবি কী শোনার কথা বলেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকটি 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মূলসুরকে ধারণ করেছে কি?' তোমার মতামত দাও। ৪

**৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'লোক-লোকান্তর' কবিতার অরণ্য সবুজ।

**খ** লোক থেকে লোকান্তরে কবি আহত কবির গান শোনেন।

লোক থেকে লোকান্তর মানে সীমা থেকে অসীমে বা জন্ম থেকে জন্মান্তরে। কবি এই সীমা থেকে অসীমে আহত কবির গান শুনেন। এখানে, আহত কবির গান দ্বারা স্বপ্ন ও বাস্তবতার টানাপোড়েনকে বোঝানো হয়েছে। কবি এক লোক থেকে অন্যলোকের মধ্যে কবিদের সংগ্রামী চেতনা ও রক্তাক্ত জীবনের প্রিয় সংগীত তথা আহত কবির গান শোনেন।

**গ** কবির চেতনা ও সৃষ্টির যন্ত্রণার ফলেই একটি কবিতা মূর্ত হয়ে ওঠে— এ বিষয়টি উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার সাদৃশ্য রচনা করেছে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি মনে করেন, তার চেতনা যেন সত্যিকারের সপ্রাণ অস্তিত্ব। এই চেতনায় সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা বিরাজমান। এই চেতনাই মূর্ত হয়ে ওঠে তার কবিতার মাধ্যমে। সৃষ্টির বিজয় হলেই তার সার্থকতা। বিচিত্র টানাপোড়েন ও জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাকে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতার সার্বভৌমত্বের। এর মাধ্যমেই জয় হয় কবিতার।

উদ্দীপকে কবিতা সৃষ্টিকালে কবির যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠেছে। প্রতিটি কবিতা লিখতে গেলে কবিকে অতিক্রম করতে হয় দীর্ঘ পথ। এ কবিতা যেন সর্বভূক। কবির দিন-রাত সবকিছুই তার দখলে। কিন্তু এসব যন্ত্রণাই কবি সহ্য করে যান অনায়াসে। দিনশেষে, এলোমেলো শব্দমালাকে কবিতায় রূপ দেওয়াতেই কবির সার্থকতা। কবি তখন সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যান। 'লোক-লোকান্তর' কবিতার সাথে উদ্দীপকের এই দিকিটিই সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** উদ্দীপকটি 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মূলসুরকে পুরোপুরি না বরং আংশিক ধারণ করেছে।

কবিতায় কবি প্রথমেই তার চেতনার কথা বলেছেন। তার চেতনা-পাখি বসে আছে যেন কোনো এক চন্দনের ডালে। কবি চিরকালই সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তার চেতনার মণি। পৃথিবীর কোনো নিয়মকানুন বা সংস্কারে তখন তিনি আবদ্ধ থাকেন না। বরং তার চেতনাকে বাস্তব রূপ দিতেই তিনি বদ্ধপরিকর। কবিতার জয় মানেই তার জয়।

উদ্দীপকে কবির কবিতা সৃষ্টির কঠিন পথের কথা বলা হয়েছে। কবিতা যেন কবির জীবন খেয়েই বাঁচে। কবির সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা সবটা জুড়েই কেবল কবিতার বিচরণ। এত কিছুর পর যখন কবিতাটি পঙক্তিমালায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই কবি ও কবিতা উভয়ে অমরত্ব লাভ করে। বস্তুত, কবির জীবনের সাধনাকে পূর্ণতা দান করে কবিতা।

উদ্দীপক ও কবিতার মূলভাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কবির সৃষ্টির বেদনার ব্যাপারটি দুই জায়গাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবিতায় কবি চেতনা নিয়ে যে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। কবিতার এই দিকটি উদ্দীপকে অপ্রকাশিত রয়েছে। কবিতায় কবি তার চেতনা কীভাবে মূর্ত হয়ে উঠে, সে ব্যাপারে বিভিন্ন উপমার ব্যবহার করেছেন। চেতনার কথা বলতে গিয়ে সৃষ্টির বেদনার ব্যাপারটিও পরে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে উদ্দীপকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতা সৃষ্টিকালে কবির ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এখানে চেতনা ব্যাপারটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি কবিতার মূলসুরকে পুরোপুরি ধারণ করেনি।

**প্রশ্ন ▶ ৯** মানুষের মনের, আত্মার ও জীবনাচারের সৌন্দর্যবর্ধক ও প্রকাশক যা কিছু, তা-ই সংস্কৃতি। দুনিয়ায় মনুষ্যত্বহীন, পশু প্রায় লোভী ও আত্মস্বার্থসর্বস্ব মানুষ দুর্লভ ছিল না কখনো, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে এরা বহুজন। এসব সত্ত্বেও মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতি হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। এ সভ্যতা সংস্কৃতি জিজ্ঞাসু, জিগীষু ও সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী মানবকল্যাণকামী সংস্কৃতিবান, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষের চিন্তার ও কর্মের প্রসূন। *[সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৭]*

ক. 'যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ —— ? ——' কী? ১

খ. কেন, 'কবিতার বিজয় আসন্ন'? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের অনুষঙ্গগুলো 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে— আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মূলভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

### ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ— চেতনার মণি।

**খ** বিচিত্র টানাপড়েন ও সংগ্রাম থাকলেও শেষ পর্যন্ত কবিতার সত্যই জয় লাভ করে।

নির্দিষ্ট নিয়মকানুন, বিধি-বিধান, সামাজিক সংস্কারের অধীন কবিতা আবদ্ধ থাকে না। সে সব সময় সত্য চেতনা ধারণ করে। শব্দ দিয়ে গড়ে তোলে সৌধ। কবিতার সেই সৃষ্টির পথেও বাধা আসে। কিন্তু সে বাধা তাকে আটকাতে পারে না। জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সে উত্তীর্ণ হয়। এজন্য আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে বলা হয়েছে কবিতার বিজয় আসন্ন।

**গ** উদ্দীপকে অনুষঙ্গগুলোর মাধ্যমে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার বিচ্ছিন্নতাবোধকে ছাপিয়ে সৃষ্টিশীলতার জয় প্রতিফলিত হয়েছে।

কবিতায় কবির চেতনা পাখি চন্দনের ডালে দোল খায়। তার অস্তিত্ব চিরায়ত বাংলাজুড়ে। কবির চেতনামণি উজ্জ্বল। নিয়ম, সংস্কার সবকিছুর বাধা পেরিয়ে তার সত্য চেতনার জয় হয়।

উদ্দীপকেও মানুষের চিন্তা ও কর্মের জয়ই প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে কিছু স্বার্থপর, মনুষ্যত্বহীন মানুষকে দেখানো হয়েছে। এসব মানুষ যে সভ্যতা নির্মাণে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও উন্নয়ন ও অগ্রগতি থামাতে পারে না, তা উদ্দীপকে স্পষ্ট হয়েছে। এরা সমাজে গৌণ। এসব চরিত্র ছাপিয়ে জ্ঞানী-প্রজ্ঞাবান মানুষরা অবিরত মানবকল্যাণী কাজ করে যাচ্ছে। সভ্যতার যে উন্নয়ন তাতে এসব অপরাজেয় মানুষের অবদান ফুটে ওঠে। এভাবেই 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবি তার কবিতার বিজয়কে অবসম্ভাবী রূপে তুলে ধরেছেন। তাই প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে, সৌন্দর্য চেতনা ধারণ করে আলোচ্য কবিতায় যে চেতনার বিজয় দেখানো হয়েছে, উদ্দীপকের অনুষঙ্গগুলোতেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ** উদ্দীপকের মানবকল্যাণী কর্মের মাধ্যমে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় সত্য চেতনার বিজয়কে দেখানো হয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় প্রকৃতির মাঝে কবি মুগ্ধ। তার চেতনায় সুন্দরের রহস্যময়তা। প্রকৃতির সাথে তার বাধন কেটে যাওয়ার ভয় থাকলেও কবি সৃষ্টির আনন্দে বিভোর। তার সৃষ্টি কালের সত্যকে ধারণ করবে। যুগের ইতিহাসে বিজয়গাথা লিখে রাখবে।

উদ্দীপকে কবিতার কবির মতোই সৃষ্টিশীল মানুষের বিজয়গাঁথাকে মূল উপজীব্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। স্বার্থপর, লোভী মানুষ সর্বদা সমাজে বিরাজমান। তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে ব্যস্ত। কিন্তু এদের থেকে আলাদা কিছু মানুষ উদ্দীপকে দেখা গেছে। তারা জিজ্ঞাসু, সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী। এসব মানুষ যত্ন করে সভ্যতার কল্যাণে কাজ করছে। তাদের চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। যেন সত্য ও সুন্দরের জয় বিকশিত হয়ে উঠেছে। একইভাবে আলোচ্য কবিতায় কবির সত্য চেতনা বিচিত্র টানাপড়েনের মাঝেও প্রস্ফুটিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কবিতা ও কবির চেতনা সবসময় সত্য চেতনা ধারণ করে। কালের ইতিহাস তার শব্দে শব্দে মিশে থাকে। অশুভ শক্তি সেখানে গৌণ। এ মৌলিক চেতনাই উদ্দীপকের সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টিকর্মে দেখানো হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১০** "আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান!
না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।"

*[সিলেট সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নম্বর- ৭]*

ক. 'লোক-লোকান্তর' আল মাহমুদের কোন ধরনের কবিতা? ১

খ. 'যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল'— কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার যে দিকটি ব্যক্ত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের চেতনা আর 'লোক-লোকান্তর' কবিতার চেতনা এক ও অভিন্ন' বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'লোক-লোকান্তর' আল মাহমুদের আত্ম পরিচয়মূলক কবিতা।

**খ** 'যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল।'—পঙ্‌ক্তিটির মধ্য দিয়ে কবির চেতনারূপ পাখির তন্ত্রে মন্ত্রে চন্দনের ডাল ভরে ওঠার দৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

চন্দন সুগন্ধি গাছ। এ গাছকে আরও মোহনীয় করে তুলেছে কবির চেতনারূপ পাখি। এই পাখি বনচারী বাতাসের তালে যে পানলতা দোলে তার সৌন্দর্য কিংবা সুগন্ধ পরাগ ঠোঁটে তুলে নেয়। ফলে তন্ত্র মন্ত্রের মতোই জাদুকরী হয়ে ওঠে তার কর্মকাণ্ড।

**গ** উদ্দীপকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় প্রাণের জাগরণের দিকটি ব্যক্ত হয়েছে।

কবি আল মাহমুদ তাঁর কবিতার মধ্যে সপ্রাণ এক অস্তিত্বকে খুঁজে পেতে প্রয়াসী হয়েছেন। আর তার সূত্র ধরে প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে কবির কাব্যবোধ সঞ্চারিত হয়েছে। কবি সৃষ্টির আনন্দকে উপভোগ করতে চান। তাই তাঁর সত্ত্বার অবয়ব নির্মাণে সজীব বস্তুর প্রাধান্য লক্ষ করি আমরা। কল্পনার সাদা পাখির মধ্য দিয়েই তিনি সৃষ্টির আনন্দকে খুঁজে ফিরেছেন।

উদ্দীপকের পঙ্‌ক্তিমালাতে আমরা প্রাণের স্পন্দন লক্ষ করি। এখানে কবির প্রাণ সবকিছুকে ছাপিয়ে জেগে উঠেছে। একে তিনি কোনোভাবেই রুদ্ধ করতে পারছেন না। আর প্রকৃতিও কবির প্রাণের জাগরণকে স্বাগত জানিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাই চারিদিকে যেন জাগরণের বাঁধভাঙা জোয়ার এসেছে যেমনটি 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। সে বিবেচনায় 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মতো উদ্দীপকেও প্রাণের জাগরণের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

**ঘ** 'উদ্দীপকের চেতনা আর 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় চেতনা এক ও অভিন্ন"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবি তার চেতনাকে এক সাদা সত্যিকারের পাখির সঙ্গে তুলনা করেন। কবি কল্পনায় সেই পাখি প্রকৃতির রং-রূপ-সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। প্রকৃতির রহস্যময়তার সঙ্গে কবি এখানে জীবনের যোগ করেছেন। যার অস্তিত্ব জুড়ে প্রকৃতি ও প্রাণের বসবাস।

উদ্দীপকের পঙ্‌ক্তিমালাতেও 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মতোই প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যেখানে বহুদিন পরে কবির অন্তরে আত্মবোধের চূড়ান্ত জাগরণের কথা বলা হয়েছে। সেখানে কবির প্রাণের বাসনা ও আবেগ জেগে উঠেছে। আর এই প্রাণের আবেগকে কোনোভাবেই তিনি রুধতে পারছেন না আর। কবির প্রাণের এই জাগরণকে স্বাগত জানিয়েছে প্রকৃতি স্বয়ং। তার উচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙেছে চারদিকের সবকিছুর।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে কাব্যশক্তির মধ্যে যে প্রাণের সৌকর্য ফুটে উঠেছে তা 'লোক-লোকান্তর' কবিতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার উদ্দীপকে যে চেতনার জাগরণের কথা বলা হয়েছে তাও কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। তাই "উদ্দীপকের চেতনা আর 'লোক-লোকান্তর' কবিতার চেতনা এক ও অভিন্ন—" মন্তব্যটি যথার্থ।

Teachingbd24.com